

# আশ্বিনুস্ সুন্নাতি ওয়া ইতিফাদুদ্দীন

(ইসলামের ভিত্তি এবং দীন সম্পর্কে সঠিক আকীদাহ্)

হেজাজ, ইরাক, মিসর, সিরিয়া এবং ইয়েমেনের সকল শহরের উলামাগণ

সংকলক: ইমাম বুখারীর সমকালীন শ্রেষ্ঠ দুই ইমাম

ইমাম আবু হাতিম ও ইমাম আবু যুরআহ রাযীঈন রহিমাহুমাঈলাহ

অনুবাদ: খান আফিফ ফারহান

# আস্বলুস্ সুন্নাতি ওয়া ইতিক্বাদুদ্বীন

(ইসলামের মৌলিক নীতিমালা এবং দ্বীন সম্পর্কে সঠিক আক্বীদাহ)

ইমাম আবু হাতিম ও ইমাম আবু যুরআহ রাযী রহিমাহু

অনুবাদ : খান আফিফ ফারহান<sup>১</sup>

## অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ স্ব - এর যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং সঠিক-বেঠিক বোঝার জ্ঞান দিয়ে সকল সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাঁর অশেষ রহমতের মধ্যে আমাদেরকে নিমজ্জিত রেখেছেন।

একজন পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়ার প্রথম ও প্রধান ধাপ হল বিশুদ্ধ আক্বীদা গ্রহণ করা। নচেৎ কারো কোন ইবাদাত আল্লাহ স্ব-র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। “আস্বলুস্ সুন্নাতি ওয়া ইতিক্বাদুদ্বীন” পুস্তিকাটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের মৌলিক আক্বীদার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পুস্তিকা। এটি বিশেষ হওয়ার কারণ বুঝতে হলে আমাদের দু’টি বিষয় জেনে নিতে হবে।

১. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআত কি?
২. কোনো বিষয়ে উম্মত ঐক্যমত হলে তা কি গ্রহণযোগ্য?

এটি দু’টি প্রশ্নের উত্তর আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে কুরআনুল কারীমের আলোকে জানব যাতে করে পুস্তিকাটির বিশেষ তাৎপর্য বুঝতে সুবিধা হয় ইন-শা-আল্লাহ।

আল্লাহ স্ব বলেন,

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

‘আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যারা রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং মু’মিনদের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তারা যাতে অভিনিবিষ্ট আমি তাদেরকে তাতেই প্রত্যাবর্তিত করাব এবং তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব; এবং ওটা নিকৃষ্টদের প্রত্যাবর্তন স্থল’।<sup>২</sup>

উক্ত আয়াত থেকেই আমরা দু’টি জিনিস জানতে পারি।

১. কেয়ামত পর্যন্ত মু’মিনদের একটি দল থাকবে। এই দলটিই হলো “আল-জামআত/আহলে সুন্নাত” (যা অন্য হাদীছ দ্বারাও স্পষ্ট হয়)।<sup>৩</sup>
২. মুমিনদের ঐক্যমত বা ইজমার বিরুদ্ধাচারণ করা গোমরাহ্।<sup>৪</sup>

এই পুস্তিকাটিতে ইমাম আবু হাতিম রাযী রহিমাহু ও আবু যুরআহ রাযী রহিমাহু তাঁদের যুগের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের আক্বীদা তুলে ধরেছেন এবং উলামাদের ঐক্যমতের কথা তুলে ধরেছেন। ফলে এ পুস্তিকাটি মুসলিমদের জন্য বিশেষ তাৎপর্যশীল।

[www.facebook.com/khanafiffarhan](http://www.facebook.com/khanafiffarhan)

২. আন-নিসা ৪/১১৫।

৩. সুনানে আবু দাউদ হা/৪৫৯৭, মুসনাদে আহমাদ হা/১৬৯৩৭ [সনদ হাসান]।

৪. ইমাম কুরতুবী (তাফসীরে কুরতুবী ৫/৩৮৬), ইমাম শাতিবী (আল-মুয়াফাক্বাত ৪/৩৮), ইমাম বুরহান উদ্দীন বাকায়ী (নাযমুদ দুৱার ২/২৩৮), ইমাম সামারকান্দী (তাফসীরে সমরকান্দী ১/৩৮৮), ইমাম বায়যাভী (তাফসীরে বায়যাভী ১/২৪৩) তাফসীরে ইবনে কাছীর (তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৫৬৮) সহ অন্যান্য উলামায়ে কিরাম অত্র আয়াত দ্বারা ‘ইজমা’ হুজ্জাত হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও এসম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

«لَنْ تَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ»

আমার উম্মাত কখনই গুমরাহির উপরে ঐক্যবদ্ধ হবে না, সুতরাং জামআত কে শক্ত করে ধরো। কারন আল্লাহর হাত জামআতের উপরে থাকে। (আল মুজামুল কাবির লিহ্-তাবারানী ১২/৪৪৭, হা/১৩৬৪৩, সনদ হাসান)

## সনদের তাহকীক

“আস্বলুস সুন্নাতি ওয়া ইতিকাদুদ্বীন” পুস্তিকাটি আমরা দু’টি সনদের মাধ্যমে পেয়েছি।

### সনদ-০১ :

أخبرنا أبو زيد الشامي قراءة عليه، قال: أخبرنا الشيخ أبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف قراءة عليه وهو يسمع وأنا أسمع فأقربه، قال أخبرنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي رحمه الله، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك بن أحمد البرذيع، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم أسعده الله ورضي الله عنه

এই সনদটি শায়খ যুবাইর আলী যাক্বি رحمته الله উল্লেখ করেছেন। শায়খ বলেন, “(এই পুস্তিকাটির) আরবি মতনটি ঐ নুসখার যেটি “দারুস সালাফিয়া, মুম্বাই, ভারত” থেকে শায়খ মুহাম্মাদ উযাইর শামস এর তাহকীকে প্রকাশিত হয়েছে।”<sup>৬</sup> এই সনদটি ছহীহ।

## তাহকীক :

### ক) আবু যাক্বিদ আশ - শামী :

ইমাম আস-সামআনী رحمته الله বলেন,

“شَيْخٌ صَالِحٌ خَيْرٌ، كَثِيرُ الْعِبَادَةِ”

শায়খ, উৎকৃষ্ট আচরণের, অত্যাধিক ইবাদতকারী।<sup>৭</sup>

### খ) শায়খ আবু হালিব আব্দুল ক্বাদির বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ক্বাদির বিন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ :

ইমাম যাহাবী رحمته الله বলেনঃ “الثِّقَةُ الْعَالِمُ الْمُسْتَنْدُ”

তিনি ছিক্বাহ, আলেম, নির্ভরযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারী।<sup>৮</sup>

### গ) শায়খ আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন উমার বিন আহমাদ আল-বারমাকী :

ইমাম খতীব বাগদাদী رحمته الله বলেনঃ “وكان صدوقا ديناً”

তিনি সত্যবাদী ও তাক্বওয়াবান ছিলেন।<sup>৯</sup>

### ঘ) আবু হাসান আলী বিন আব্দুল আযীয বিন মারদাক বিন আহমাদ আল-বারযাই :

ইমাম খতীব বাগদাদী رحمته الله বলেন, “وكان ثقة”

‘তিনি ছিক্বাহ ছিলেন’।<sup>১০</sup>

৫. তিনি পাকিস্তানের একজন সনামধন্য আলেম, উস্তাদ, মুফতী, মুহাক্কিক। তিনি মাত্র ১৫/১৬ বছরের মধ্যে ইলমে হাদীছের অসাধারণ খেদমত দিয়ে গেছেন। তাঁর অবদানকর্মের জন্য তাঁকে পাকিস্তানের আলবানী হিসাবেও আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁর জীবনী পড়তে অধ্যয়ন করুন : ‘আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম’ গ্রন্থটি (প্রকাশনায় : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)। - অনুবাদক।

৬. মাসিক আল-হাদীছ, হায়রো, পাকিস্তান, সংখ্যাঃ ০২, পৃঃ ৪১।

৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা ২০/৩৪১।

৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৯/৩৮৬।

৯. তারীখে বাগদাদ ৬/১৩৭।

১০. তারীখে বাগদাদ ১২/৩০।

## সনদ-০২ :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ الْمُقَرِّيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَبِشٍ الْمُقَرِّيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ

এ সনদটি ইমাম লালকাঈ র.হ. তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব “শারহু উছুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআত” কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এই সনদটিও ছহীহ। আল-হামদুলিল্লাহ।

## তাহকীক :

### ক) মুহাম্মাদ বিন মুযাফফার আল-মুরুরীঃ

১. ইমাম খতীব বাগদাদী র.হ. বলেন,

“وكان شيخا صالحا، فاضلا، صدوقا.”

তিনি ন্যায়পরায়ণ শায়খ, সম্মানিত, সত্যবাদী ছিলেন।<sup>১১</sup>

২. ইমাম ইবনুল জায়ারী র.হ. বলেন,

“شيخ الدينور وإمام جامعها، مشهور”

তিনি দিনাওয়ারের শায়খ, সে যায়গার জামে’ মসজিদের ইমাম ছিলেন, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব।<sup>১২</sup>

### খ) হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন হাবাশী আল-মুরুরীঃ

১. ইমাম ইবনুল জায়ারী র.হ. বলেন,

“حاذق ضابط متقن”

তিনি (রিজাল শাস্ত্রে) দক্ষ, আয়ত্ত্ব করার পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত, মূতকীন।<sup>১৩</sup>

২. ইমাম যাহাবী র.হ. বলেন,

“متقِّم في علم القراءة، مشهور بالإتقان، ثقة مأمون.”

তিনি ইলমে ক্বিরাতে অগ্রগামী, ইতকানে প্রসিদ্ধ, ছিক্বাহ, মামুন ছিলেন।<sup>১৪</sup>

১১. তারীখে বাগদাদ ৪/৪৩০।

১২. গয়াতুন নিহায়া ফী তাবাক্কাতিল কুরী ২/২৬৩।

১৩. ঐ ১/২৫০।

১৪. তারীখুল ইসলাম ২৬/৩৯৫।

## ‘আস্বলুস সুন্নাতি ওয়া ইতিকাদুদ্বীন’ - এর মূল অংশের অনুবাদ :

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما، عن مذاهب أهل [السنة] في أصول الدين، وما أدركنا عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومصرّاً وشاماً ويمناً، فكان من مذهبهم:

আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনে আরী হাতিম রাঃ বলেন, আমি আমার পিতা (আবু হাতিম আর-রাযী রাঃ) এবং আবু যুর'আহ রাঃ এর কাছে উছূলে দ্বীন (ঈমান, আকীদা) সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের মাযহাব<sup>১৫</sup> কি তা জিজ্ঞাসা করি এবং আমরা পেয়েছি এমন শহরের সকল উলামাদের ও তাদের দু'জনের আকীদা কি সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা (উভয়ে) জবাবে বলেন, আমরা হেজাজ, ইরাক, মিসর, সিরিয়া এবং ইয়েমেনের সকল শহরের উলামাদের নিচে বর্ণিত মাযহাবের অনুসারী পেয়েছি।-

[১] أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.

[১] নিশ্চয় ঈমান হল, ক্বওল<sup>১৬</sup> ও আমল-এর সমষ্টি। যা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

[২] والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته.

[২] কুরআন সর্ব দিক থেকেই আল্লাহর কালাম। যা মাখলুক<sup>১৭</sup> নয়।

[৩] والقدر خير وشره من الله عز وجل.

[৩] তাকদীরের ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।

[৪] وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون.

[৪] নবী সাঃ এর পর এই উম্মতের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর সিদ্দীক। অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব। অতঃপর উছমান ইবনু আফ্ফান। অতঃপর আলী ইবনু আবু ত্বলিব রাঃ এবং তাঁরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীন।

[৫] وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق.

[৫] আশারায়ে মুবাশশারাহ-যাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাঃ জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁরা (আমাদের নিকট) জান্নাতী। আর নবী সাঃ এর কথা সত্য।

[৬] والترحم على جمع أصحاب مآلمد صلى الله عليه وعلى اله والكف عما شجر بينهم .

[৬] মুহাম্মাদ সাঃ এর সকল সাহাবা ও তার পরিবারের জন্য রহমত (রাব্বীআল্লাহ্ আনহুম)-এর জন্যে দোয়া করতে হবে এবং তাঁদের মধ্যে যে মতানৈক্য ছিল সে ব্যাপারে চুপ থাকতে হবে।

[৭] وأن الله عزوجل على عرشه بائن من خلقه، كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علماً، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

১৫. এখানে মাযহাব শব্দের অর্থ ‘মত’। - অনুবাদক।

১৬. কথা, উক্তি। [আল-মু'জামুল ওয়াফী, পৃঃ ৮০৭]।

১৭. সৃষ্ট। [এ, পৃঃ ৯১০]।

[৭] আল্লাহ্ ﷻ তাঁর আরশের উপর আছেন (আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় এমন) কোনরূপ ধরণ ব্যতীত, মাখলুক থেকে (সত্ত্বাগত ভাবে) পৃথক হয়ে। যেমনটি তিনি তাঁর কিতাবে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যবান (মুবারাক) দ্বারা বলেছেন। তিনি সকল কিছু ঘিরে রেখেছেন তাঁর ইলম দ্বারা।<sup>১৮</sup> কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।<sup>১৯</sup>

[৮] واللّٰهُ تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم، كلامه كيف شاء وكما شاء.

[৮] আল্লাহ্ তাআলাকে আখিরাতে দেখা যাবে। আর জান্নাতীরা আল্লাহকে স্বচোখে দেখবেন। তাঁর বক্তব্য রয়েছে। তিনি যেভাবে চান এবং যখন চান।<sup>২০</sup>

[৯] الجنة حق والنار حق، وجما مخلوقتان لا يفنيان أبداً، فالجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معيسته إلا من رحم.

[৯] জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। এবং এই দুইটি মাখলুক। যা কখনো ধ্বংস হবে না। আল্লাহর বন্ধুদের জন্য জান্নাত রয়েছে পুরস্কারস্বরূপ। এবং তাঁর নাফারমান বান্দাদের জন্য জাহান্নাম রয়েছে শাস্তিস্বরূপ। কেবল তার রহমত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত।

[১০] والصراط حق.

[১০] ছিরাত (পুলসিরাত) সত্য।<sup>২১</sup>

[১১] والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنهما وسيئهما حق.

[১১] মিয়ানের দুইটি পাল্লা থাকা সত্য।। যেটাতে বান্দার ভাল-মন্দ আমলের পরিমাপ হবে।

[১২] والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى اله حق والشفاعة حق.

[১২] হাউযে কাওছার - যার দ্বারা নবী ﷺ এর এবং তার পরিবারকে সম্মানিত করা হয়েছে তা সত্য। আর তাঁর শাফাআত সত্য।

[১৩] وأن ناساً من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق.

[১৩] তাওহীদ পন্থীদের থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শাফাআতের মাধ্যমে (জাহান্নামের) আগুন থেকে মুক্তপ্রাপ্ত হওয়া সত্য।

[১৪] وعذاب القبر حق.

[১৪] কবরের আযাব সত্য।

[১৫] ومنكر ونكير حق.

[১৫] মুনকার-নাকীর সত্য।

[১৬] والكرام الكاتبون حق.

১৮. আত-ত্বলাকঃ ৬৫/১২।

১৯. আশ-শূরাঃ ৪২/১১।

২০. অর্থাৎ আল্লাহর বক্তব্য অনুসারী তিনি যখন যেভাবে চান জান্নাতীদের দর্শন দিবেন। - অনুবাদক।

২১. ছিরাত মানে পথ। একে ফারসী ভাষায় পুলছিলাত বলা হয়। যা উর্দু এবং বাংলা ভাষায় প্রচলিত। - অনুবাদক।

[১৬] কিরামান কাতিবীন<sup>২২</sup> সত্য।

[১৭] والبعث من بعد الموت حق.

[১৭] মৃত্যুর পর পুণরায় উত্থাপিত হওয়া সত্য।

[১৮] وأهل الكبائر في مشيئة الله عزوجل، لا نكفر، أهل القبلة بذنوبهم، ونكل سرائرهم الى الله عزوجل.

[১৮] কবির গুনাহ্গার ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। আমরা আহলে ক্বিবলাহ্ (মুসলিমরা) তাদের গুনাহের জন্য তাকফীর করি না। আমরা তাদের ব্যাপার আল্লাহ্‌র উপর সমর্পণ করি।

[১৯] ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان.

[১৯] প্রত্যেক যামানায় আমরা মুসলিম শাসকদের সাথে জিহাদ কায়েম করা এবং হজ্জ ফরয মনে করি।

[২০] ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة.

[২০] আমরা মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রবক্তা নই এবং না আমরা ফিতনার সময় (একে অপরকে) কতল করি।

[২১] ونسمع ونطيع لمن ولاء الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة.

[২১] আল্লাহ্‌ যাকে আমাদের শাসক নিযুক্ত করেন। আমরা তার কথা শুনি ও আনুগত্য করি এবং তার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিই না।

[২২] ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف الفرقة.

[২২] আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত - এর (ইজমা'র) অনুসরণ করি এবং বিচ্ছিন্ন মত, মতানৈক্য এবং ফিরকাবাজী থেকে দূরে থাকি।

[২৩] وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عزوه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولى الأمر من أئمة المسلمين، لا يبطله شيء.

[২৩] যখন থেকে আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর নবী ﷺ কে মনোনীত করেছেন তখন থেকে মুসলমান আমীরের সাথে একত্রে কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ জারী থাকবে। একে কিছুই বাতিল করতে পারবে না।

[২৪] والحج كذلك.

[২৪] একই ভাবে হজ্জ (অব্যাহত থাকবে)।

[২৫] ودفع أصدقات من السوائم إلى أولى الأم من أئمة المسلمين.

[২৫] মুসলিম শাসকের কাছে (গৃহপালিত) পশুর (এবং অন্যান্য সম্পদের) ছাদকাহ্ (ওশর, যাকাত) ইত্যাদী জমা দিতে হবে।

[২৬] والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله عزوجل فمن قال: إنه مؤمن حقا فهو مبتدع ومن

قال: هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين ومن قال: إني مؤمن بالله فهو مصيب.

২২. সম্মানিত ফেরেশতা যারা আমাদের আমলসমূহ লিখে রাখেন। - অনুবাদক।



[২৬] মানুষ স্বীয় হুকুম-আহকাম পালনের এবং ওয়ারিছের ব্যাপারে মু'মিন। কিন্তু আল্লাহর কাছে তার কি অবস্থা রয়েছে তা জানে না।<sup>২৩</sup> যে ব্যক্তি নিশ্চিত ভাবে নিজেকে মু'মিন বলে সে বিদআতী। আর যে ব্যক্তি দাবী করে যে, সে আল্লাহর কাছে মু'মিন; তাহলে সে মিথ্যাবাদী। আর যে বলে আমি আল্লাহর উপর ঈমান রাখি। তাহলে সেই ব্যক্তি সঠিক পথে রয়েছে।

[২৭] والمرجئة مبتدعة ضلال.

[২৭] মুরজিয়াহ সম্প্রদায় বিদআতী, গোমরাহ দল।

[২৮] والقرية مبدعة ضلال، ومن أنكر منهم أن الله عزوجل يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر.

[২৮] ক্বাদারীয়া সম্প্রদায় বিদআতী ও গোমরাহ। আর এদের মধ্যে যে এমন দাবী করে যে, কোন কিছু হওয়ার (অস্তিত্বে আসার) পূর্বে আল্লাহর সে সম্পর্কে জ্ঞান ছিল না; তাহলে সেই ব্যক্তি কাফির।

[২৯] وأن الجهمية كفار.

[২৯] জাহ্মিয়াহরা কাফির।

[৩০] وأن الرافضة رفضوا الاسلام.

[৩০] রাফেযিরা ইসলামকে অস্বীকার করেছে।

[৩১] والخوارج مراق.

[৩১] খারেজীরা (দ্বীন থেকে) বের হয়ে গেছে।

[৩২] ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر.

[৩২] যে ব্যক্তি এমন বলে যে কুরআন মাখলুক; সে কাফের। (তার এ আকীদা তাকে) ইসলাম থেকে খারিজ করে দিবে। আর যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে তার কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রাখে; তাহলে সেও কাফের।

[৩৩] ومن شك في كلام الله عزوجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي.

[৩৩] যে ব্যক্তি আল্লাহর কালামের ব্যাপারে সন্দেহ রাখে এবং বলে আমি জানি না কুরআন মাখলুক নাকি আল্লাহর কালাম; তাহলে (জেনে রাখ) সে ব্যক্তি জাহ্মী।

[৩৪] ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر.

[৩৪] যে অজ্ঞ ব্যক্তি কুরআনের ব্যাপারে চুপ থাকে তাকে বোঝাতে হবে। আর তাকে বিদাতী ধরা হবে<sup>২৪</sup>। তবে তাকে কাফের বলা যাবে না।

[৩৫] ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي.

[৩৫] যে ব্যক্তি লাফযী বিল কুরআন (আমার উচ্চারিত শব্দাবলী যা দ্বারা আমি কুরআন পাঠ করি) অথবা কুরআন বি লাফযী (কুরআন আমার উচ্চারিত শব্দাবলীর সাথে) মাখলুক বলে। তাহলে সে ব্যক্তি জাহ্মিয়াহ।

২৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাকে মু'মিন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে নাকি কাফের হিসাবে তা সে জানে না। - অনুবাদক।

২৪. অর্থাৎ কুরআন মাখলুক নাকি নয় এসম্পর্কে চুপ থাকাকে বিদআতী কর্ম হিসাবে জানা হবে কাফির বলা হবে না। - অনুবাদক।



[৩৬] [قال الشيخ أبو طالب: قال إبراهيم بن عمر: قال علي بن عبد العزيز] قال أبو مـ: وسمعت أبي رضي الله عنه يقول علامة أهل البدع: الوقعة في أهل الأثر.

[৩৬] আবু হাতিম রাযী বলেন: আহলে বিদআতের চিহ্ন এটা যে, তারা আহলে আছার তথা আহলে হাদীছদের উপর হামলা করে।

[৩৭] وعلامة الزنادقة: تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون إبطال الآثار.

[৩৭] যিন্দীকদের চিহ্ন এই যে, তারা আহলে আছারদের ‘হাশাবিয়াহ্’ (অশ্বরবাদী) বলে থাকে এবং তারা (এটা বলে) হাদীছ বাতিল করতে চায়।

[৩৮] وعلامة الجهمية: تسميتهم أهل السنة مشبهة.

[৩৮] জাহমিয়াহদের চিহ্ন এটা যে, তারা আহলে সুন্নাতদের মুশাব্বিহাহ্ বলে।

[৩৯] وعلامة القدرية: تسميتهم أهل السنة مجبرة.

[৩৯] ক্বাদরিয়াদের চিহ্ন এটা যে, তারা আহলে সুন্নাতদের মুজাব্বিরাহ্ বলে।

[৪০] وعلامة المرجئة: تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية.

[৪০] মুরজিয়াদের চিহ্ন এটা যে, তারা আহলে সুন্নাতদের মুখালিফাহ্<sup>২৫</sup> এবং নুকছানিয়াহ্<sup>২৬</sup> বলে।

[৪১] وعلامة الرافضية: تسميتهم أهل السنة ثانية.

[৪১] রাফেযীদের চিহ্ন এটা যে, তারা আহলে সুন্নাতদের ছানিয়াহ্ (নাসবী) বলে।

[৪২] وظل هذا أمر عصبات معصيات، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستلئيل أن يجمعهم هذه الأسماء.

[৪২] এই সকল কিছু (নিকৃষ্ট নামগুলির) ভিত্তি হল (বিদআতের উপর) গোঁড়ামী এবং কপটতা। আহলে সুন্নাতের একটিই নাম রয়েছে। আর অসংখ্য (বিদআতী নাম আহলে সুন্নাতের) নামের সাথে একিভূত হয়ে যাওয়া অসম্ভব।

(ইমাম ইবনে আবী হাতিম رحمته الله বলেন):

حدثنا أبو محمد، قال سمعت أبي وأبا زرعة يهجران أهل الزيغ والبدع ، ويفلطان رأيهما أشد تغليط وينكران وضع الكتب بالرأى بغير اثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام وعن النظر في كت المتكلمين، ويقولان :لا يفلح صاحب كلام أبدا.

আমি আমার পিতা আবু হাতিম এবং আবু যুরআহ رحمته الله কে গোমরাহ এবং বিদআতীদের বয়কট করতে শুনেছি। তাঁরা তাদের ভ্রমসমূহকে কঠোর ভাবে খন্ডন করতেন। হাদীছ ব্যতীত রায় ভিত্তিক কিতাব রচনাকে কঠিন ভাবে নিষেধ করতেন। তারা আহলে কালামদের মজলিস ও তাদের কিতাব পড়তেও নিষেধ করতেন এবং বলতেন, “আহলে কালাম সম্প্রদায় কখনই সফলকাম হবে না।”

সমাপ্ত

\*\*\*\*

২৫. মুরজিয়াদের আকীদার বিরোধী হওয়ায় তারা আহলে সুন্নাতের অনুসারীদের মুখালিফাহ্ আখ্যা দিয়ে থাকে।

২৬. আহলে সুন্নাত ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধিতে বিশ্বাস করার কারণে মুরজিয়া সম্প্রদায় তাদের “নুকছানিয়াহ্” আখ্যা দিয়ে থাকে।